অবাক কাণ্ড

॥ এক ॥

মনি ছেলে খুব ভাল, যেমন পড়াশোনাতে, তেমনি খেলাধুলোয়। গ্রামের এক হাই স্কুলে পড়ে সে, বোর্ডিংএ থাকে। স্কুলে পড়াশোনা ভাল হয়, কিন্তু খেলাধুলোর তেমন ব্যবস্থা নেই। গরীব স্কুল। এক ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম রাখতে পারেন নি স্কুলের কর্তৃপক্ষ। মনি যখন গ্রামের পাঠশালাতে পড়ত, তখন থেকেই তার স্বপ্ন, হাইস্কুলে যখন পড়তে যাবে তখন টেনিস খেলা শেখবার সুযোগ পাবে। স্কুলে সে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে। টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবারও শখ তার। কিন্তু বাবা তাকে এমন স্কুলে পাঠালেন যেখানে টেনিস দূরে থাক ব্যাডমিন্টন খেলারও ব্যবস্থা নেই। একটা ছেঁড়া ফুটবলের পেছনেই দৌড়চ্ছে স্কুলসুদ্ধ ছেলে।

মনি কিন্তু দমবার ছেলে নয়। তাদের বোর্ডিংএর সামনে খানিকটা মাঠ পড়ে ছিল, মনি বই দেখে মেপেজুপে দেখলে, চমৎকার টেনিস বোর্ড হয় ওখানে। মনি তার বন্ধু বীরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলল, চাঁদা তুলবে। স্কুলের প্রত্যেক ছেলে যদি কিছু কিছু করে দেয়,—বল, র‍্যাকেট আর নেট হয়ে যাবে। স্কুলের থার্ড মাস্টার মশায়ও উৎসাহ দিলেন। তিনি নিজে নগদ দু-টাকা চাঁদা দিলেন এবং বললেন, মাস্টারদের কাছ থেকে আরও কিছু তুলে দেবেন। খুব উৎসাহিত হল মনি আর

বীরেন। কিন্তু চাঁদার খাতা হাতে করে ছেলেদের কাছে দিনকয়েক ঘুরে বেড়াবার পর তারা নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করলে যে, ছেলেদের কাছে চাঁদা তুলে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করা যাবে না। নিচের ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা দিলে না, কারণ টেনিস খেলার বয়সই হয় নি তাদের। টেনিস খেলার বয়স হয়েছে যাদের, সেরকম ছেলে স্কুলে চল্লিশটির বেশি নেই। তাদের মধ্যে জন পাঁচেক মাত্র চার আনা করে চাঁদা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি সব দু আনা করে, তাও কেবল প্রতিশ্রুতি, নগদ কেউ দিলে না। আরও দিনদশেক ঘোরাঘুরির পর মাত্র আড়াইটি টাকা উঠল। থার্ড মাস্টার মশাই আরও পাঁচ টাকা তুলে দিলেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে সাত টাকায় টেনিস খেলার ব্যবস্থা হয় না। খুবই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল মনি। বীরেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কিছু ভাবিস নি, হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক। ভগবান আছেন। আমরা তো কোন খারাপ কাজ করছি না ভাই।

মনির মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বলে উঠল, আরে দুত্তোর ভগবান-টগবান! ভগবান বলে কিছু নেই; থাকলে, একজন বড়লোক আর একজন গরীব হয় কি করে? আর বড়লোকগুলো দেখবি প্রায় পাজি হয়; ভগবান থাকলে কি পাজি লোকদের অত বাড়-বাড়ন্ত হয়?

বীরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনি বলে কী! ভগবান নেই? তবে এত মন্দির, মসজিদ, পুজো, মানত সব বাজে! বীরেন একটু ভীরু-গোছের, সে ফ্যালফ্যাল করে মনির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় থার্ড মাস্টার মশাই এলেন। বীরেন বললে, মনি বলছে কী জানেন স্যর? বলছে, ভগবান নেই—

থার্ড মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বলেছ তুমি?

মনির কানের কাছটা লাল হয়ে উঠল।

ভগবান আছেন তা জানব কী করে? এখনও তো দেখি নি।

থার্ড মাস্টার হাসলেন একটু। জ্যামিতি পড়াতেন তিনি। বললেন, বিন্দু বলে একটা কিছু আছে, তা বিশ্বাস কর তো?

করি।

কী করে কর? বিন্দু তো দেখা যায় না! বিন্দুর সংজ্ঞাটা হচ্ছে, যার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নেই। ও জিনিস আঁকা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়। রেখাও তাই। যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই, এও কল্পনা করে নিতে হয়, আঁকা যায় না বা দেখানো যায় না। ভগবানও সেই রকম। আছেন, কিন্তু দেখা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়।

থার্ড মাস্টারমশাই তারপর মনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ঠিকই, কিন্তু সেটা ঠিক জান না। তোমার চাঁদা কতদূর হল?

কিছু হয় নি স্যর। মোটে সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।

হবে আরও। হেড মাস্টারমশাই কিছু দেবেন বলেছেন।

থার্ড মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

সেইদিন রাত্রে মনি নিজের বিছানায় মশারির ভিতর শুয়ে যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সেই সময় পাশের ঘরের হরি এসে তাকে টেনে তুলল। মনি, ওঠ্ ওঠ্ একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন তোকে।

মনি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ও, তুমিই বুঝি মনি? আমি তোমার বাবার বন্ধু। এখানে একটু কাজে এসেছিলাম, আর রাত্রে তোমার কাছেই থাকব। ভোরে উঠে চলে যাব আবার। শোবার জায়গা হবে একটু?

হ্যাঁ হবে, আসুন।

মনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানাটি দেখিয়ে দিলে। এখানেই শোন আপনি। আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। এটা তো তোমার বিছানা, তুমি শোবে কোথায়?

আমি কারও কাছে গিয়ে শোব এখন। আপনি শুয়ে পড়ুন।

তাঁকে শুইয়ে, মশারিটি ভাল করে মুড়ে দিয়ে মনি বেরিয়ে গেল। খুব আনন্দ হল তার। কিন্তু কারও ঘরেই সে শোবার জায়গা পেল না। অবশেষে কমনরুমের টেবলে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম এল না। ভয়ানক মশা। মশার কামড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারা। সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

বোর্ডিঙের চাকরটা এসে ঘুম ভাঙাল তার। আর বললে, একটি বুড়ো বাবু আপনাকে এই চিঠিটি দিয়ে গেছেন, আর এই বাক্সটা রেখে গেছেন।

মনি দেখল, কমন-রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্যাকিং কেস রয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল, কাল আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছিলাম। থার্ড মাস্টারমশাই ঠিক কথাই বলেছিলেন। ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি সেটা জান না। কাল পরীক্ষা করে দেখলাম। তোমার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। যার ভগবানে বিশ্বাস নেই, সে ভদ্র হতে পারে না। কারণ, একটু ত্যাগ না করলে, একটু পরার্থপর না হলে ভদ্র হওয়া যায় না। আর, যে পরের জন্য ত্যাগ করতে শিখেছে সে তো পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। সে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করেছে, যে-রাস্তায় চললে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। পরার্থপরতার মূলে আছে ভগবানের আকর্ষণ, সব সময় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কারও জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে কিছু ত্যাগ করলে সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দলাভ হয়, মানে, সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কারণ ভগবানই তো আনন্দস্বরূপ। তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি। এ বাক্সে কিছু উপহার রেখে গেলাম তোমার জন্য।

চিঠিতে কারও নাম নেই। হাতের লেখা মুক্তোর মতো। মনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল। অবাক হয়ে গেল। বাক্সের ভিতরে রয়েছে ছটা টেনিস বল, চারটে কালো র‍্যাকেট, আর চমৎকার একটি নেট।